R. N. No. 2532/57

Phone No. RGG.112

Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
অফসেটে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সবার সেরা
কালি, গাম, প্যাড ইঙ্ক
প্যারাগন কালি
প্যারাফিক্স, প্যাড ইঙ্ক
শ্যামনগর
২৪-পরগণা

৭১শ বর্ষ
১ম সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ২রা জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৯১ সাল
১৬ই মে, ১৯৮৪ সাল।

নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২্, সডাক ১৪্

জন্মদিনের প্রতিশ্রুতি

আপন আয়ুর কক্ষপথে সপ্ততিতম বৎসর প্রদক্ষিণ করিয়া 'জঙ্গিপুর সংবাদ' একসপ্ততিতম বৎসরের বয়ঃসীমায় পদার্পণ করিল। মফঃস্বলের একটি সাপ্তাহিকের জীবনে ইহা নিঃসন্দেহে গৌরব এবং গর্বের বিষয়। বহু বাধা বিঘ্নের মধ্যে দিয়া আপন প্রাণপ্রবাহকে বহমানা রাখিয়া নির্ভীক নিরপেক্ষ জনসেবা করিয়া চলিয়াছে—ইহা কম শ্লাঘ্য বস্তু নহে। দাদাঠাকুরের প্রদর্শিত মত ও পথ 'জঙ্গিপুর সংবাদের' চলার পথের মূলধন। তাঁহার আদর্শ তাহার জীবন পথের পরম পাথেয়। দাদাঠাকুর জীবন চর্চ্চায় এবং চর্য্যায় ছিলেন কোষ মুক্ত তরবারি। শাণিত বাক্যের আঘাতে অন্যায় এবং অসত্যের মুখোশ খুলিয়া দিতে কখনও পশ্চ দপদ ছিলেন না। বরং ইহাদের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার এবং ইহার প্রতিকারের দাবীতে ছিলেন দৃপ্তকণ্ঠ এবং আপসহীন সংগ্রামী পুরুষ। দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া সাংবাদিকতাকে শুধু বৃত্তি হিসাবেই গ্রহণ করেন নাই। সাংবাদিকতার মহান এবং পবিত্র আদর্শকে সর্বদা উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন। বিবেককে জলাঞ্জলি দিয়া বিরুদ্ধ শক্তির দাসত্ব করেন নাই, কোন রক্তচক্ষুর শাসানিতে আপন কর্ত্তব্য কর্ম হইতে বিন্দুমাত্র সরিয়া আসেন নাই। কোন প্রকার লোভ লালসা-প্রলোভন অথবা ভীতি সাংবাদিকতার আদর্শ হইতে তাঁহাকে পথভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকতা ছিল তাঁহার নিকট সকল প্রকার তুচ্ছতা নীচতা স্তাবকতার অনেক উর্দ্ধে। স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদের পক্ষাবলম্বন করিয়া অনৃতভাষণ, অন্যায় অসত্যের পক্ষপুটে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া চক্কানিনাদ ছিল তাঁহার আদর্শের পরিপন্থী। সাম্প্রতিক কালের সাংবাদিকতার দিকে একটু নজর দিলে দেখা যাইবে ইহা সহজলভ্য বাজারের বিপণন দ্রব্যের পর্য্যায়ে আসিয়া পৌছিয়াছে। কোন কোন সংবাদপত্রের কিছু কিছু তরুণ সাংবাদিক সাংবাদিকতার নামে কিছু আমলা এবং ক্ষমতাসম্পন্ন গোষ্ঠির হাতের ক্রীড়নক হইয়া তাহাদের অন্যায় কৃতকর্মের পোষক হইয়া উঠিয়াছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে যেখানে কণ্ঠ নিনাদিত হয় না, অসত্যের বিরুদ্ধে যেখানে জিহ্বা প্রতিবাদ মুখর হয় না—সেখানে সংবাদপত্র প্রকাশ এবং সাংবাদিকতা করার মূল্য কতটুকু? সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সত্যের জুগুপ্সা বৃত্তি নিশ্চয়ই সমীচীন নয়। অন্যায়কে অন্যায় বলিবার মত সাহসিকতা এবং মানসিকতা যদি কাহারও না থাকে তবে সাংবাদিকতার ছদ্মবেশে স্তাবকতার কি প্রয়োজন আছে? স্তাবকতা অনৃতভাষিতা— কি সাংবাদিকতা? সমাজ জীবনের নানান স্তরে চলিয়াছে নানা রকমের কুৎসিত নোংরামি। অপসংস্কৃতির করাল থাবা আজ জীবনের অলিতে গলিতে। উৎকোচের দৌরাত্ম্য আজ সমাজের সর্বত্র। সাধারণ মানুষ আজ অত্যাচারে জর্জ্জরিত। অন্যায় অসত্যের যূপকাষ্ঠে বলি। আজ এই সমস্ত শোষিত বেদনার্ত মূক মানুষের পাশে আসিয়া তাহাদের অসুবিধার কথা যথাযথভাবে তুলিয়া ধরাই হইল সাংবাদিকের যথার্থ কর্ম। 'জঙ্গিপুর সংবাদ' কোন বিশেষ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের উমেদার নয়। নয় বলিয়াই তাহার চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। মাঝে মাঝে তাহার ভাগ্যে জুটিয়াছে—কায়েমী স্বার্থবাজদের গোপন আঘাত, পুঁজিবাদী ভ্রষ্টাচারী বণিক শ্রেণীদের আক্রোশ, আমলাতান্ত্রিক হুমকি, রাজনৈতিক দলীয় চেলাচামুণ্ডাদের শাসানি। তবুও তাঁহার গতি রুদ্ধ হয় নাই। আমলা ও প্রতিক্রিয়াশীলদের কোন অপপ্রয়াস পত্রিকার কণ্ঠকে রুদ্ধ করিতে পারে নাই। 'জঙ্গিপুর সংবাদ' যেখানেই

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

রঘুনাথগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়ে কেন এত বিরোধ, কেনই বা এত মতান্তর?

বিশেষ সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ গার্লস হাইস্কুলে শিক্ষিকাদের সঙ্গে প্রধান শিক্ষিকার বিরোধকে কেন্দ্র করে সাম্প্রতিককালে যে সমস্ত ঘটনা ঘটে চলেছে তা বিভিন্ন মহলে সোরগোল তুলেছে। স্কুলের ম্যানেজিং কমিটিও তাতে বেশ অস্বস্তিতে পড়েছেন। কমিটির মতে, এর ফলে সুষ্ঠুভাবে কাজকর্ম চালানো অসম্ভব হয়ে পড়েছে। উভয় তরফে দীর্ঘদিন থেকে যে মনান্তর চলে আসছে ম্যানেজিং কমিটি চায় তার অবসান ঘটিয়ে স্কুলে একটা সুষ্ঠু অবস্থা ফিরিয়ে আনতে। এরজন্য উভয় তরফকেই আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ মিটিয়ে নিতে সচেষ্ট হওয়ার জন্য তাঁরা অনুরোধ জানিয়েছেন। সম্প্রতি ওই স্কুলকে ঘিরে জনমনেও একটা বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এই বিতর্কের প্রথম শুরু মল্লিকা দাস নামে নবম শ্রেণীর এক ছাত্রীর পাশ-ফেল নিয়ে। শিক্ষিকাদের দাবী ছিল, মল্লিকাকে দশম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ বলে ঘোষণ করতে হবে। প্রধান শিক্ষিকা তা করতে রাজী হননি। জানা গেছে, মল্লিকা গত বছর ইংরেজীতে ১৬ পেয়ে ফেল করে। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে সে ভালই ফলাফল দেখায়। প্রধান শিক্ষিকা মল্লিকাকে ইংরেজীতে '১৭'-র কম পেয়েছে এই যুক্তি দেখিয়ে নবম শ্রেণীতেই রেখে দেন। এ ব্যাপারে শিক্ষিকাদের বক্তব্য, ওই স্কুলে একাধিক বিষয়ে ফেল করেও অনেক ছাত্রীকে 'প্রমোশন' দেওয়া হয়েছে। কাজেই মল্লিকাকে প্রমোশন না দেওয়ার ঘটনা বৈষম্যমূলক। অবশ্য মল্লিকার অভিভাবক মেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে এই বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে তাকে ওই স্কুল থেকে সরিয়ে নিয়ে অন্য স্কুলে ভর্তি করান। এবং স্কুল কর্তৃপক্ষ 'অন প্রমোশন' মল্লিকাকে টি সি ও দিয়ে দেন। এই ঝামেলা মিটে গেলেও শিক্ষিকাদের সঙ্গে প্রধান শিক্ষিকার মতান্তর চলতেই থাকে। রবীন্দ্র জন্মোৎসব, বার্ষিক স্পোর্টস, উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা প্রভৃতি নিয়েও উভয় তরফে নানারকম মতান্তর স্কুলের শান্তি বিঘ্নিত করে। পরিস্থিতি গুরুতর হয়ে ওঠে সোমবার। এর ফলশ্রুতিতে মঙ্গলবার স্কুল অচল হয়ে পড়ে। ওই দিন ১৬ জন শিক্ষিকার কেউই স্কুলে উপস্থিত হননি। জানা গেছে, মঙ্গলবার বুদ্ধপূর্ণিমার জন্য

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

ভাতার টাকা দিয়ে পি এম বেকায়দায়

নিজস্ব সংবাদদাতা : কোনোরকম সরকারী নির্দেশ ছাড়াই রঘুনাথগঞ্জ মুখ্য ডাকঘরের কর্মচারীদেরকে কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষিত ৩ কিস্তি মহার্ঘ ভাতার টাকা দিয়ে পোষ্টমাষ্টার বেশ বিপাকে পড়েছেন। এই টাকা দেওয়া হয়েছে এপ্রিল মাসের মাইনের সঙ্গে। মার্চ্চ মাসে দিল্লী থেকে প্রচারিত এক সরকারী মুখপাত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে সংবাদপত্রে এই ৩ কিস্তি মহার্ঘভাতা দেওয়ার কথা ঘোষিত হয়। এই খবরের উপর ভিত্তি করেই রঘুনাথগঞ্জ মুখ্য ডাকঘরের পোষ্টমাষ্টার অফিসের কর্মীদের গত মাসের বেতনের সঙ্গে এই ভাতার টাকা দিয়ে দেন। তবে এই ঘটনার জন্য আক্যাউন্টস বিভাগের এ্যাসিষ্ট্যান্ট পোষ্টমাষ্টারকেই মূলতঃ দায়ী করা হচ্ছে। কারণ তিনিই কোনোরকম নির্দেশ না পেয়েও রহস্যজনক ভাবে পে-বিলে এই কিস্তির টাকা যুক্ত করে কর্মীদের মাইনে দেন। পরে সেই বিলে সই করেন পোষ্টমাষ্টার। এ নিয়ে ডাক প্রশাসনে তুমুল হৈ চৈ বেঁধেছে। জানা গেছে, মে মাসের মাইনে থেকে গত মাসে দেয় কিস্তির টাকাগুলো কেটে নেওয়া হবে কর্মীদের কাছ থেকে।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২রা জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৯১ সাল

জন্মদিনের প্রতিশ্রুতি

(১ম পৃঃ পর)

দেখিয়াছে অন্যায় অবিচার, অপসাংস্কৃতিক লীলা বিলাস, বিচারের নামে মিথ্যা প্রহসন সেখানেই তাহার দৃষ্টি নিরপেক্ষ লেখনী প্রতিবাদে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। নূতন বর্ষের যাত্রাপথে 'জঙ্গিপুর সংবাদ' তাহার মতাদর্শের নবীকরণ করিতেছে অন্যায় অসত্যের মুখোশ টানিয়া খুলিতে সে বদ্ধপরিকর। সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখ অভাব অভিযোগের নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশনে সে কৃতসংকল্প। অগণিত পাঠক, গ্রাহক, বিজ্ঞাপন দাতা, শুভার্থী—সকলের প্রতি সে জানাইতেছে তাহার কৃতজ্ঞতা এবং শুভেচ্ছা।

গার্লস স্কুলে কেন এত বিরোধ

(১ম পৃঃ পর)

শিক্ষিকারা প্রধান শিক্ষিকার কাছে বিশেষ ছুটি দাবী করেন। তিনি তা দিতে অস্বীকার করলে তীব্র বাদানুবাদ শুরু হয়। এবং সোমবার স্কুলের ১৬ জন শিক্ষিকা পৃথক পৃথক ভাবে সি এল এর জন্য দরখাস্ত দেন। সেই মত শিক্ষিকারা মঙ্গলবার স্কুলে অনুপস্থিত থাকেন। ফলে প্রধান শিক্ষিকা নিজে সমস্ত ক্লাসের 'রোল কল' করে ছুটি ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় শহরের অভিভাবক মহলেও অসন্তোষ প্রকাশ পায়। এ সম্পর্কে প্রধান শিক্ষিকা জ্যোৎস্না বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, স্কুলে ৮২ দিন ছুটি নির্দ্দিষ্ট রয়েছে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে ম্যানেজিং কমিটির সভায় এই ছুটির তালিকা অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে বুদ্ধপূর্ণিমা ও সবেবরাৎ উপলক্ষে ছুটির দাবী উঠলে ১৪ এপ্রিল ম্যানেজিং কমিটির সভায় জ্যোৎস্না দেবী গ্রীষ্মাবকাশ কমিয়ে দাবীকৃত ছুটি দুটি মঞ্জুরীর জন্য আবেদন পেশ করেন। প্রায় সমস্ত শিক্ষিকা এমনকি কমিটির কয়েকজনও এর বিরোধীতা করেন। তাঁদের দাবী, ওই ছুটি দুটি প্রধান শিক্ষিকার নিজস্ব ক্ষমতাবলে রাক্ষত ৩টি বিশেষ ছুটি থেকে মঞ্জুর করতে হবে। প্রধান শিক্ষিকা এতে গড়রাজী হন। এর পরেই এত সব কাণ্ড। প্রধান শিক্ষিকার অভিযোগ, স্কুল পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষিকারা তাঁর সঙ্গে নানাভাবে অসহযোগিতা করছেন। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সময় ৩ জন শিক্ষিকা 'ইচ্ছাকৃতভাবে' গড় হাজির থাকেন। স্কুলে কোনো কেরাণী না থাকায় ছাত্রীদের রোল কল রেজিষ্টারে ৩ মাস থেকে নাম তোলা হয়নি। তিনি একটি নোটিশ দিয়ে 'ক্লাস টিচার'-দেরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে ছাত্রীদের নামগুলি 'রোলকল রেজিষ্টারে' তুলতে অনুরোধ করেন। সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হয়। শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, স্কুলের পরিবেশ বিষিয়ে তুলে সুনাম ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা হচ্ছে। একে মদত দিচ্ছেন ম্যানেজিং কমিটির কেউ কেউ। অ মরা এ ব্যাপারে শিক্ষিকা-দের বক্তব্য জানতে চেয়ে এক শিক্ষিকার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। কিন্তু তিনি এককভাবে কোনো বক্তব্য রাখতে চাননি। এ ব্যাপারে তাঁদের সঙ্গে বিস্তারিতভাবে কথা বলার চেষ্টা হচ্ছে। এদিকে স্কুলের ঘটনাবলীতে সম্পাদক সুশীল মুখার্জীও রীতিমত উদ্বিগ্ন। তাঁর মতে, উভয় তরফের 'জেদ' বা 'ইগোইসম'-এর জন্যই এই বিরোধ। এর ফলে স্কুলের উন্নয়নের কাজকর্ম ব্যাহত হবে। 'ম্যানেজিং কমিটি'কে এই অবস্থায় মধ্যস্থতার ভূমিকায় কাজ করতে হচ্ছে। (চলবে)

তের ডাকাত ধৃত

সাগরদীঘি : ১৫ মে—ভগবানগোলা এলাকা থেকে সাগরদীঘি এলাকায় ঢুকে তিনজন ডাকাতকে মারতে এসে আরো দশজন ডাকাত ধরা পড়েছে। খবরে জানা গেছে, ভগবানগোলা থানার নতুন দিয়ার গ্রামের একজন ডাকাত সম্প্রতি একটি খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত হয়ে সেখান থেকে পালিয়ে এসে সাগরদীঘি থানার গোপালপুরে একজনের বাড়িতে আশ্রয় নেয় এবং সেখান থেকেই লালবাগ আদালতে হাজিরা দিতে থাকে। গতকালও তার হাজিরার দিন ছিল। ট্রেন ধরার জন্য সকালে আরো দু'জন ডাকাত সঙ্গীকে সঙ্গে নিয়ে সে মহিষাসুর হল্ট ষ্টেশনে একটি চায়ের দোকানে বসে-ছিল। অন্য ডাকাতরা তাদের হাজিরার তারিখ জেনে নিয়ে বদলা নেবার উদ্দেশ্যে ওই ষ্টেশনে হাজির হয়। তাদের উপস্থিতির কথা জানতে পেরে ৩ জন ডাকাত ষ্টেশন থেকে পালিয়ে নপাড়া গ্রামের একটি বাড়ীতে ঢুকে পড়ে। তাদের তাড়া করে ভগবানগোলা থেকে আসা দশজন ডাকাতও ওই বাড়িতে ঢোকে। সেই সময় বাড়ির দরজা বন্ধ করে দিয়ে সাগরদীঘি থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ গিয়ে তেরজন কুখ্যাত ডাকাতকে গ্রেপ্তার করে। বিভিন্ন থানায় তাদের বিরুদ্ধে একাধিক ডাকাতির অভিযোগ আছে বলে জানা যায়।

গুলি : বৈদ্যুতিক তার চুরি করে পালাবার সময় একদল দুষ্কৃতকারী কয়েকদিন আগে ব রালা ও আজিমগঞ্জ ষ্টেশনের মাঝে সাগরদীঘি থানার কর্তব্যরত কয়েকজন হোমগার্ডের সামনে পড়লে একজন হোমগার্ড এক রাউণ্ড গুলি চালায়। দুষ্কৃতকারীরা অপহৃত তার ফেলে পালিয়ে যায়। গুলিতে হতাহতের কোন সংবাদ নাই

এক রাতে ডাকাতি চার বাড়িতে

নিজস্ব সংবাদদাতা : ৪ মে রাত্রে সামসেরগঞ্জ থানার বহড়াগাছী গ্রামে পর পর ৪ বাড়িতে ডাকাতি ও ব্যাপক লুঠপাঠের ঘটনায় ওই এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য পুলিশের মতে, এগুলি চুরির ঘটনা। আমাদের সংবাদদাতা জানান, একদল সশস্ত্র ডাকাত কালিপদ সাহা, কালু মোমিন, সাহিত সেখ এবং কালু মোমিন (ছোট)-এর বাড়িতে পর পর হানা দিয়ে সর্বস্ব লুঠ করে নিয়ে পালায়। এই লুঠপাঠে সাধারণ গ্রাম-বাসীদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। তারা অবিলম্বে গ্রামে পুলিশ ক্যাম্প বসানোর দাবী জানিয়েছেন। এর আগেও চুরি ডাকাতি বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রামে পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়। পরে অবশ্য সে ক্যাম্প তুলে নেওয়া হয়। এই ডাকাতির ঘটনায় এ পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

বিয়ের যৌতুকে, উপহারে ও নিত্য ব্যবহারের
জন্য সৌখীন ষ্টীল ফার্ণিচার

এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টীল আলমারী, সোফা কাম বেড, ষ্টীল চেয়ার, ফোল্ডিং খাট, ডাইনিং টেবল, পিউরো ওয়াটার ফিল্টার ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন। এছাড়া অফিসের জন্য গোদরেজ, রাজ এণ্ড রাজ, বোম্বে সেফের যাবতীয় আসবাবপত্র কোম্পানীর দামে সরবরাহ করা হয়।

সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

ফোন : ১১৫

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর প্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অরুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION LTD.

(A Government of India Enterprise)

FARAKKA SUPER THERMAL POWER PROJECT

Sealed tenders are invited from experienced and registered contractors of NTPC/CPWD/RAILWAY/ WBSEB and public sector undertakings for the following works. Tender documents can be had in person on showing the registration and credentials from the Office of the undersigned during working hours of date mentioned for sale of documents on payment of cost of tender paper for the work. Tenderers desiring documents by post should send Rs. 20/- (Rupees twenty) only extra for the work either by I. P. O. payable at post office, Khejuriaghat or demand draft in favour of 'National Thermal Power Corporation Ltd.', payable on State Bank of India at Farakka along with a copy of proof of registration and credentials.

The tender documents will be on sale from 12. 5. 84 to 2. 6. 84 from 9-00 hrs. to 12-00 hrs. and 14-30 hrs to 16-00 hrs. Tenders will be received upto the tender opening date & time as indicated below and will be opened immediately thereafter in presence of the attending tenderers or their authorised representatives.

Sl. No	Name of work	Estimated cost/ Completion period (in lakhs)	E. M. D/ Cost of paper (in Rs.)	Date & time of opening
1.	Construction of connecting Road from NH-34 to permanent township at Khejuriaghat of FSTPP. N. I. T. No. FS : 42 : CS : 248/T-24/84.	5·25 3 months	10,500/- 50/-	4. 6. 84 at 3 P. M.
2.	Earthfilling for Coal Dumping area at Coal Handling plant at plant site of FSTPP. N. I. T. No. FS : 42 : CS : 728/T-25/84	16·5 6 months	33,000/- 100/-	4. 6. 84 at 3 PM.

TERMS AND CONDITIONS

1. Proof of registration, latest tax clearance certificates and other credentials are to be shown at the time of obtaining forms and should be submitted alongwith the tenders.

2. Interested parties are advised to visit the site to familiarise with the site conditions.

3. Tenders received late and/or without Earnest money will not be entertained. Adjustment of Earnest Money against Running Account Bill is not acceptable and Earnest Money to be submitted in any of the acceptable forms as mentioned in the tender paper. Tenderers Registered with any other project of N. T. P. C. are not exempted from depositing EMD. All the tenders must be accompanied by requisite Earnest money in prescribed form 'Earnest Money of........................enclosed should be clearly be written on the top of the Envelope containing tender paper failing which the tender(s) may not be opened and will be returned to the tenderer(s).

4. N. T. P. C. takes no responsibilities for delay or non-receipt of tender documents sent by post.

Dy. Manager (Contracts)
Farakka Super Thermal Power Project.
(N. T. P. C.)
P.O. Nabarun, Dt. Murshidabad : West Bengal
Pin—742239

কয়লা ফুরিয়ে ট্রেন বন্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা : কয়লা ফুরিয়ে যাওয়ায় ৩৮০ ডাউন বারহারোয়া কাটোয়া লোকাল ট্রেনটি মাঝপথে অচল হয়ে পড়ায় ৭মে বিকেলে কয়েক হাজার যাত্রীকে দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা ভোগান্তি পোহাতে হয়। এক প্রত্যক্ষদর্শী যাত্রী আমাদের জানান, মাঝপথে প্রচুর পরিমাণে কয়লা ওই দিন ট্রেনটি থেকে একদল চোরা-কারবারীর কাছে বিক্রী করে দেওয়া হয়। এর ফলেই এই বিপত্তি। ওই ট্রেনপথে এই ধরনের ঘটনা আকছার ঘটতে থাকায় যাত্রীরা অতীষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। অভিযোগ, রেল ষ্টেশন চত্বরগুলিতে রেলের চোরাই কয়লা ব্যাপকভাবে বিক্রী করা হচ্ছে।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৮

বিজ্ঞপ্তি

অভয় হোমিও ফার্মেসীর (সদরঘাট) সেবামূলক গৌরবময় ঐতিহ্যের আর একটি বিরাট পদক্ষেপ। প্রয়াত বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ ডাঃ সিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃতীয় পুত্রবধূ ডাঃ নবনীতা বন্দ্যোপাধ্যায় ডি এম এস (ক্যাল) স্ত্রী, শিশু, চর্মরোগ ও পুরাতন রোগ বিশেষজ্ঞ ১৬ই মে (২রা জ্যৈষ্ঠ) হইতে উক্ত ফার্মেসীতে নিয়মিত উপস্থিত থাকিয়া রোগী দেখিবেন।

অভয় হোমিও ফার্মেসী
রঘুনাথগঞ্জ, সদরঘাট

সময় :—বৈকাল ৪টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত।

'ভারতবর্ষের প্রধান সার্থকতা কী, এ-কথার স্পষ্ট উত্তর যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন সে উত্তর আছে ; ভারতবর্ষের ইতিহাস সেই উত্তরকেই সমর্থন করিবে।

ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, নানাপথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে উপলব্ধি করা—বাইরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৫শে বৈশাখ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

(জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ)

শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় বামফ্রন্ট সরকার অতন্দ্র প্রহরী

ঐতিহাসিক মে দিবসে বামফ্রন্ট সরকার আবার শ্রমজীবী জনগণের পাশে দাঁড়ানোর দৃঢ় শপথ গ্রহণ করেছে।

১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে বামফ্রন্ট সরকার শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় অতন্দ্র প্রহরীর মতো কাজ করে চলেছে। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিক স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপে যে হাজার হাজার শ্রমিক কর্ম্মচ্যুত হয়েছিলেন তঁাদের অধিকাংশই রুজি-রোজগার ফিরে পেয়েছেন। শ্রমিকদের বন্ধু বামফ্রন্ট সরকার গণতান্ত্রিক শ্রমিক আন্দোলনে পুলিশী হস্তক্ষেপ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় রাজ্যে শ্রমিক-কর্ম্মচারীরা তাঁদের ন্যায্য দাবীদাওয়া আদায় এবং তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। গত কয়েক বছরে পশ্চিমবঙ্গে চা, পাট, ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে কর্মরত শ্রমিক বন্ধুরা যে পরিমাণ দাবীদাওয়া আদায় করতে পেরেছেন তা রাজ্যের ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব। বামফ্রন্ট সরকার দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে শিল্প বিরোধের নিষ্পত্তির নীতি গ্রহণ করায় পশ্চিমবঙ্গে শ্রম বিরোধের সংখ্যা উল্লেখজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে। শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে গত কয় বছরে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার ন্যূনতম মজুরী আইন আরো ভালোভাবে কার্যকর করে গ্রামের মজুরদের মজুরী সুনিশ্চিত করেছে।

বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার মধ্যেও বামফ্রন্ট সরকার শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য অনলস প্রয়াস চালিয়ে রাজ্যে এক নতুন বাতাবরণের সৃষ্টি করেছে যা আগামী দিনে শ্রমিকদের মনে আনবে নতুন উদ্দীপনা—যার ফলে রাজ্যের শিল্পক্ষেত্র পুনরুজ্জীবিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন: জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

দুর্গাপুর সিমেন্ট ওয়ার্কস এর উন্নত মানের এবং নির্ভরযোগ্য ফ্রি সেল দুর্গাপুর সিমেন্ট আপনার চাহিদা মতো এখন রঘুনাথগঞ্জেও পাবেন।
একমাত্র পরিবেশক :—
এম, এল, মুন্দ্রা
পাকুড়তলা, রঘুনাথগঞ্জ
(বন্ধু সমিতি ক্লাবের পাশে)
হেডঅফিস : সাহেববাজার, জঙ্গিপুর